OFFICE OF THE ALIPURDUAR ZILLA PARISHAD * Alipurduar

আলিপুরদুয়ার জিলাপরিষদ করণ

১৪২৫ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ থেকে ৩১ শে চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত (ইং-১৫-০৪-২০১৮ থেকে ইং-১৪-০৪-২০১৯) হাট ইজারাদার নির্ধারণকল্পে দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি।

এত দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে আলিপুরদুয়ার জিলা পরিষদের নিম্নলিখিত হাটগুলির জন্য ১৪২৫ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ থেকে ৩১ শে চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত (ইং-১৫-০৪-১৮ থেকে ইং-১৪-০৪-১৯) হাটের মাশুল আদায়ের জন্য ইজারাদার নির্ধারণকল্পে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে । দরপত্র আহ্বান করা হইবে ২১-০৩-২০১৮ তারিখ বুধবার বেলা ২.০০ টা পর্যন্ত । দরপত্র সচিব, আলিপুরদুয়ার জিলা পরিষদ মহাশয়ের কক্ষে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে সিলমোহর যুক্ত এবং উপরে হাটের নাম লিখিত খামে দরপত্র জমাকরণ করিতে হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ২.৩০ টায় পর ইচ্ছুক দরদাতাদের উপস্থিতিতে প্রাপ্ত দরপত্র গুলি খোলা হইবে । এই দরদানে যে কোন ব্যক্তি দরপত্র প্রদান করতে পারবেন। দরপত্র প্রদানকালে নিম্নলিখিত শর্ত এবং বিষয়গুলি অনুধাবনপূর্বক দরদান করিতে হইবে । দরের ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ টাকা আমানত হিসাবে যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক মারফৎ আলিপুরদুয়ার জিলা পরিষদের অনুকূলে ব্যাঙ্ক ড্রাফট ক্রয় করিতে হইবে এবং একই সিলমোহর যুক্ত খামে টেন্ডার বাক্সে জমাকরণ করিতে হইবে ।

শর্তাবলী

১) সর্ব্বোচ্চ ৩০০০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা পর্যন্ত কোন হাট ডাকা হইলে সেই টাকা একবারে অর্থাৎ প্রথম কিস্তিতে সম্পূর্ণ টাকা যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক মারফৎ আলিপুরদুয়ার জিলা পরিষদের অনুকূলে ব্যাঙ্ক ড্রাফট ক্রয় করিয়া জমা দিয়া হাট আদায়ের আদেশনামা গ্রহণ করিতে হইবে। বকেয়া টাকা ইজারার সময়কাল থেকে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে ।

২) সাদা কাগজে বা দরদাতার প্যাডে সংশ্লিষ্ট হাটের জন্য প্রদত্ত দর অঙ্কে এবং কথায় লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া ঠিকানা ও ফোন নম্বর সহ জমা করিতে হইবে ।মনোনীত ইজারাদারের ক্ষেত্রে আমানতের টাকা ৩১ শে চৈত্র১৪২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এই জিলা পরিষদে গচ্ছিত থাকিবে। ঐ সময়ের মধ্যে ইজারাদার কোন শর্ত বা বিশ্বাস ভঙ্গ না করিলে ঐ অর্থ ফেরৎ দেওয়া হইবে, অন্যথায় শর্ত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে ঐ আমানতের টাকা জিলা পরিষদ বাজেয়াপ্ত করণ সহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

৩) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, সরকার অনুমোদিত কোন মহিলা বা পুরুষ স্বর্নিভর গোষ্ঠী ইতি পূর্বে কোন বছর সাবেক জলপাইগুড়ি জিলা পরিষদের কোন হাটের জন্য ইজারাদার হিসাবে মনোনীত হইবার পরেও সমুদায় অর্থ ঐ জিলা পরিষদে জমাকরণ করেন নাই, যে কোন শর্ত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহারা কোন মতেই এই দরদানে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। এ সত্ত্বেও যদি তাহাদের কেহ এই দরদানে অংশগ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই দরপত্র বাতিল করা হইবে এবং স্থাপন করা আমানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

৪) প্রদত্ত দর নিম্নবর্ণিত হাট গুলির জন্য নির্ধারিত সর্বনিম্ন দর হইতে বেশী হইতে হইবে।

৫) মনোনীত ইজারাদার কোন ভাবেই জিলা পরিষদের নির্ধারিত হার অপেক্ষা বেশি হারে টোল বা মাশুল সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। হাটের স্থায়ী দোকানদার বা প্রতিষ্ঠান যাঁহারা জিলা পরিষদের সাথে চুক্তিবদ্ধ আছেন এবং আগামী দিনে যখন থেকে চুক্তিবদ্ধ হইবেন তখন থেকে তাহাদের নিকট হইতে টোল বা মাশুল আদায় করা যাইবে না। তাঁহাদের নিকট হইতে জিলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী (হাট মোহরার) আদায় করিবেন।

৬) মনোনীত ইজারাদারকে নিজব্যয়ে টোল কুপন বা টিকিট ছাপাইয়া লইয়া তাহা এই জিলা পরিষদ হইতে প্রত্যায়িত করিয়া কেবল মাত্র ঐ টিকিট প্রদান করিয়াই টোল আদায় করিতে হইবে।

৭) মনোনীত ইজারাদার কোন ভাবেই প্রদত্ত ইজারা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধক রাখিতে বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

৮) ইজারা চলাকালে কোন জবরদখল বা অনিয়ম ঘটলে ইজারাদারকে সাথে সাথে লিখিতভাবে হাটের হাট মোহরার এবং ভারপ্রাপ্ত অবর-সহ-বাস্তুকার মহাশয়কে জানাইতে হইবে। ইহা ছাড়াও হাট এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা (ঝাড়ুদেওয়া ও নিষ্কাষণ , ড্রেন